সমকাল

তারিখ 15 DEC 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কমিটি নারায়ণগঞ্জে, অভিযুক্ত শিক্ষকের দোষ স্বীকার

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জে শিক্ষকদের করা অপমান সহ্য করতে না পেরে স্কুলছাত্রী উম্মে হাবিবা শ্রাবণীর আত্মহত্যার ঘটনা তদন্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গঠিত তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করেছে। কমিটির সদস্যরা গতকাল সোমবার নারায়ণগঞ্জ শহরের ফলপট্টিতে শ্রাবণীর বাসায় গিয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলেন এবং স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষকদের বক্তব্য গ্রহণ করেন। শ্রাবণীকে মারধরে অভিযুক্ত শিক্ষক কামরুল হক মুন্না তদন্ত কমিটির সামনে নিজের দোষ স্বীকার করে মৌখিক এবং লিখিত বক্তব্য প্রদান করেছেন।

স্কুলছাত্রী শ্রাবণীর আত্মহত্যা

এদিকে, শ্রাবণীর আত্মহত্যার ঘটনায় সোমবার দুপুরে তার বাবা মো. হাবিবুল্লাহ স্কুলের তিন শিক্ষকসহ মোট পাঁচজনের নাম উল্লেখ করে সদর মডেল থানায় একটি মামলা করেছেন। মামলায় স্কুলের শিক্ষিকা নাসরিন সুলতানা, শিক্ষক কামরুল হক মুন্না, সহকারী প্রধান শিক্ষক আবদুল জব্বার, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য আনোয়ার হোসেন এবং জানে আলমকে আসামি করা হয়েছে। মামলা দায়েরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সদর মডেল থানার ওসি আবদুল মালেক।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক প্রফেসর মো. ইলিয়াছ হোসেনের নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জ আসেন। ওই সময় তার সঙ্গে ছিলেন কমিটির সদস্য অধিদফতরের সহকারী পরিচালক আবদুস সালাম এবং জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুস সামাদ।

ওই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তার মা সেতারা বেগম। তিনি ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের কঠোর শাস্তি দাবি করেন।

অভিযুক্ত কামরুল হক মুন্না তার সাক্ষ্যে বলেন, ঘটনার সময় তিনি স্কুলের তৃতীয় তলার একটি কক্ষে গার্ড দিচ্ছিলেন। শ্রাবণী দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষে পরীক্ষা দিচ্ছিল। শ্রাবণীর রুমে গার্ড দিচ্ছিলেন নাসরিন সুলতানা ও তানভিলা তাছরিন। তারা শ্রাবণীকে নকলের দায়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক আবদুল জব্বারের নিচতলার কক্ষে নিয়ে যান। খবর পেয়ে তিনিও সেখানে যান এবং শ্রাবণীকে মারধর করেন বলে স্বীকার করেন। এরপর সহকারী প্রধান শিক্ষকসহ তারা শ্রাবণীকে স্কুলের বিভিন্ন কক্ষে চলা পরীক্ষার্থীদের সামনে নিয়ে সে নকল করেছে বলে দেখাতে থাকেন। ওই সময় কান্নায় ভেঙে পড়ে শ্রাবণী। পরে তাকে স্কুলের মাঠের মাঝে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। পরে জানানো হয় তাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

ম্যানেজিং কমিটি এবং স্কুলশিক্ষকদের বক্তব্য গ্রহণ শেষে তদন্ত কমিটির প্রধান প্রফেসর মো. ইলিয়াছ হোসেন বলেন, প্রাথমিক তদন্তে নিহত শ্রাবণী নকল করেছিল বলে প্রমাণিত হয়নি। অভিযুক্ত শিক্ষকরা যে লিটি সরবরাহ করেছেন তাতে প্রমাণিত হয় না যে, শ্রাবণী নকল করেছিল। আমরা অভিযুক্ত শিক্ষক এবং ম্যানেজিং কমিটির বক্তব্য গ্রহণ করেছি এবং শ্রাবণীর পরীক্ষার খাতাটি সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছি। এগুলো যাচাই-বাছাই করে দেখা হবে।